ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ স্বামী পুরুষত্বহীন। শ্বশুরের ঔরসে অমৃতার গর্ভে জন্ম হয় টাপুরের। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অমৃতা একসময় মনসিজ নামে এক বাউলের টানে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফিরে এলে ছোট্ট টাপুর অভিমানের সুরে বলেছিল, 'আর কখনও তুমি চলে যেও না মা।'সদানন্দ অমৃতার মুখে মনসিজ বাউলের বর্ণনা শুনে আঁচ করে, দ্বীপচরের ফকির মনসুরই আসলে সেই বাউল। তবে সে ভাবে, এখনই ফকির ও অমৃতাকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর ঝুঁকি সে নেবে না। ভোরে বিশলাখি থেকে বেরিয়ে দ্বীপচরে পা দিয়েই সদানন্দ ভয়ংকর এক সংবাদ পায়। খুন হয়েছে ফকির মনসুর।

২৫

সদানন্দ অসহায় বোধ করছিল। রাখহরিকে বলল, আপনি ক'দিনের জন্য স্কুলের চার্জটা একটু নেবেন? আমি কিছুটা বিশ্রাম চাই।

রাখহরিবাবু রাজি, ক'দিনের? কোথাও যাবেন?

- হ্যাঁ। একটু ঘুরে আসব বাড়ি থেকে। কাল-পরশু ছুটি নিচ্ছি। সোমবার ফিরব। দু'টো দিন চালিয়ে নেবেন।

কথা বাড়াতে ভালো লাগছিল না। ঘরে ফিরে অমৃতাকে সেলফোনটা থেকে ধরল, তুমি আসবে না?

- অসম্ভব। বুঝতে পারছ, গেলে কী হবে? তুমিই বরং ...

- আমি তো যাবই। তবে আজ নয়, কাল। সকালের ট্রেনে।

- প্লিজ বাচ্চু, আজই। ভয় করছে। এখনই না পারো, বিকেলে। সন্ধের মধ্যে।

অমৃতা একটু জেদি। বরাবরই। বোঝা যাচ্ছে, ভেঙে পড়েছে। কেন? যদি সত্যি লোকটা ওর সেই বাউলই হয়, তাতেই বা এখন ওর কতটুকু লাভক্ষতি? যার উপর কোনও টান নেই এই মুহূর্তে। সম্পর্ক নেই প্রায় দু'দশক। তার মৃত্যুর খবরে অস্থির হওয়ার কী আছে! বরং বিগত কয়েকদিনের মধ্যে সদানন্দর সঙ্গেই ওর একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল, লোকটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সদানন্দরই তো বিচলিত হবার কথা।

আজ মানুষটা বেঁচে না থাকলেও সদানন্দ তার উপর একটা কর্তব্যের টান অনুভব করল। ঘরে শুয়ে না থেকে সোজা চলে গেল থানায়। কখনও থানাপুলিশ করেনি। পরিচিত কেউ নেই। সেকেন্ড অফিসার দাশরথি দত্ত কেসটা ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, যা ভেবেছি, তাই। আগে শ্বাসরোধ করে মেরে গলার নলিটা কেটে দিয়ে গিয়েছে। রিপোর্ট অফিসিয়ালি হাতে আসেনি, কিন্তু ডাক্তার মিত্র তাই বললেন। অমন স্বাস্থ্যবান মানুষকে খুনি একা কব্জা করতে পারে না। দু'চারজন সঙ্গে ছিল নিশ্চয়। ঘুমন্ত লোকটাকে জাপটে ধরে ... আপনার সঙ্গে তো মনসুরের যোগাযোগ ছিল, কোনও ইনফরমেশন আছে, মাস্টারমশাই?

সদানন্দ নিষ্প্রাণ জবাব দেয়, না। তেমন কিছু সম্পর্ক নয়। লোকটা ভালো ছিল। মানুষের বিপদেআপদে এগিয়ে যেত। ওরও যে শত্রু থাকতে পারে, ভাবিনি।

মেজবাবু হাসলেন, ভালোমানুষেরই বেশি শত্রু হয় মশাই। আপনি তো নিরীহ মানুষ, আপনার পিছনে কি কেউ লাগছে না?

চমকে উঠল সদানন্দ। ফুলির ব্যাপারটা এঁর কানে গিয়েছে নাকি! ভিতরে অস্বস্তি নিয়েও মুখটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় বলল, তাই বলে একেবারে খুন? কে যে করল!

দারোগা ভ্রু নাচিয়ে বললেন, ক্লু আমরা পেয়ে গিয়েছি মাস্টারমশাই।

- মার্ডারারকে আইডেন্টিফাই করে ফেলেছেন?

- পুলিশ ইচ্ছে করলে কী না পারে! ইয়েস, কে খুনি আমরা জানি। বাইরের লোক। কিপ ইট সিক্রেট।

- মানে?

- বেশি তো বলা যায় না। আমরা তার বাড়িতে ওয়ারেন্ট দিয়ে ফোর্স পাঠিয়েছিলাম। পালিয়েছে। অ্যারেস্ট করা যায়নি। কদ্দূর আর পালাবে? মোবাইল টাওয়ার থেকে ট্র্যাক করে ফেলব। পাকড়াও হল বলে।

- বলছেন কী! কে সে?

- আপনিও চেনেন। নামটা শুনলে অবাক হবেন।

- অ্যাঁ! আকাশ থেকে পড়ল সদানন্দ, আমার পরিচিত?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনই কাউকে বলবেন না। তার নাম মানমল সেরাওগি।

- শেঠজি? সে কী! আমি ভাবছিলাম গ্রাম্য দলাদলির জেরে ...

- না। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং। ভিতরে অন্য একটা ব্যাপার আছে। মুশকিল হল, এই ফকিরসাহেবের কোনও পূর্বপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। কাল পেপারে ছবি দিয়ে অ্যাড বেরোবে। আজকেও টিভি-তে দেখাচ্ছে কয়েকটা চ্যানেল, দেখা যাক।

- মানমলবাবু ওঁকে মার্ডার করালেন?

- আমরা সিওর।

- ওঁকেও তো খুব অমায়িক বলে মনে হত।

- চিনতেন, বললাম যে!

- ভালো করে চিনতাম। মনসুরের পাকা ঘরখানা নিজে খরচ করে বানিয়ে দিয়েছেন।

- নিজের স্বার্থে। ঘরটা তৈরি না হলে বেচারাকে মরতে হত না।

- কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

- বোঝার কথা নয়। সবটা এখনই জানাতে পারছি না। ও.কে। যদি কোনও খবর থাকে, প্লিজ দেবেন। এখন বডিটা কীভাবে ডিসপোজ করব, ভাবছি।

- কেন?

- বেওয়ারিশ। লাশ কে রিলিজ করিয়ে নেবে? মর্গে পচুক, আমরা কী করব?

সদানন্দ একবার ভাবল, মানুষটার শব নিজের দায়িত্বে নিয়ে মুসলমান মতে সৎকার করিয়ে কবরের ব্যবস্থা করে। একটু ভেবে পিছিয়ে গেল। পুলিশ ভাবে যদি, ওর এত আগ্রহ কিসের! জটিল ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো। সদানন্দ অন্য কাজের দোহাই দিয়ে উঠে পড়ল।

থানা থেকে মোবাইলে ধরল অমৃতাকে, আমি বিশলাখি আসছি।

- দরকার নেই। আমিই পৌঁছে গিয়েছি। হাসপাতালের পিছনদিকে মর্গে।

- কোথায়, এখানে?

- আরে রঘুনাথগঞ্জ। মর্গটা চেনো না? তুমি কোথায়?

- এখানেই তো! থানায়।

- তোমাকে থানায় ... কেন?

- না না, ওঁরা ডাকেননি। আমি নিজেই একটু খোঁজখবর ...

- কী খোঁজ পেলে?

- দেখা হলে বলছি। ওখানে থেকো না। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে চলে এসো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

একটা রিকশা নিয়ে সদানন্দ সেখানে পৌঁছে কতকগুলো অ্যাম্বাসাডার আর মারুতি ভ্যানের ভিড়ে হন্ডা সিটিটাকে দেখতে পেল। ডাবলু ড্রাইভার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অমৃতা ভিতরে।

দ্রুত পায়ে সদানন্দ এগিয়ে গিয়ে শুধোল, আমাকে যেতে বলে তুমিই ... এত তাড়াতাড়ি পৌঁছোলে কী করে? বারোটাও বাজেনি। এক ঘণ্টায়?

- লালগোলা হয়ে এলাম। ফটিফাইভ কিলোমিটার্স। সোজা গিয়ে মর্গে হাজির।

- ঢুকতে দিল?

- গিয়ে বললাম, আমি এ'রকম একজনকে চিনি। আমাকে ঠান্ডাঘরে নিয়ে গিয়ে সাদা চাদর তুলে মুখটা দেখাল।

অমৃতা ড্রাইভারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে একটু ঘুরে আসতে ইঙ্গিত করল। সদানন্দকে ডেকে নিল গাড়ির ভিতরে। হঠাৎ ঠান্ডায় শিরশিরিয়ে উঠল শরীর।

- কী দেখলে, বলো! তোমার ওই মনসিজই না?

উপরে নীচে মাথা দোলাচ্ছে অমৃতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা ভুল করে ফেলেছি। অন্যায়।

- কেন?

- চট করে নিজেকে সামলে, ওখানকার চার্জে থাকা কর্মীটিকে মিথ্যে বলে দিলাম।

- মানে?

- স্ট্রেট বলে ফেললাম, না একে চিনি না। কাজটা ঠিক হল?

সদানন্দ একটুক্ষণ ভাবল। অমৃতার পিঠে হাত রেখে বলল, গুড। খুব ঠিক হয়েছে। চেনা বললেই বিস্তর ইস্টারোগেশন। সামলাতে পারতে?

অমৃতা নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে মনে হচ্ছে। হাসতে পারল না, কিন্তু সদানন্দর কাছে ভরসা পেয়ে যেন একটু খুশি। দূরে দাঁড়ানো ডাবলুকে হাত নেড়ে ডেকে সদানন্দর দিকে ঘাড় ঘোরাল, চলো পালাই। আমাদের কী করার আছে?